

মা শীতলা

ওঁ নমামি শীতলাং দবৌং রাসভস্থাং দগিম্বরীম্ । মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভামমৃতময় জলং
তাপশান্ত্যৈ কৃষপি ন্তীম্ ॥ দগিবস্ত্রাং মূধুনি শূৰ্পাং কণকমণগিণৈর্ভূষতিং গীং
ত্রনিতৈরাম্ । বসিফোটাদ্যুগ্রতাপ প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি ॥

মা শীতলার প্রনামঃ

ওঁ ওঁ নমামি শীতলাং দবৌং রাসভস্থাং দগিম্বরীম্ । মার্জনীকলসোপতোং
শূৰ্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ শীতলে ত্বং জগম্মাতঃ শীতলে ত্বং জগৎপতি । শীতলে ত্বং
জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥

মা শীতলা কে ?

তিনি মহামায়ার একটি রূপ। তিনি এই রূপে পীরা হরণ করেন। জগতবাসীর পীড়া হরণ করবার
জন্য আদর্শিক্তি ভগবতী শীতলা রূপ ধারণ করছেন। মা শীতলাকে অনেকে বসন্ত রোগের
বাহক মনে করেন ও মা শীতলার নাম শুনলে ভয় পান। সেই লোকদেরে বিশ্বাস মা শীতলা
পূজা পাবার জন্য রোগ দান করেন। সেই সমস্ত লোক গুলো অকাট মূর্খ। মা কোনদিন
সন্তান কে রোগ দেন না । আর মা পূজার ভখারী নন । মা হলেন স্বয়ং অনন্যপূর্ণা। মা
ধান দেন- আমরা খাই। সুতরাং মায়ের কোন কছির অভাব নেই। আমরা মায়েরে জনিষি
মাকহে অর্পণ করি।

মা রোগ দিতে নয়, রোগ হরণ করতে আসেন। মা শীতলা ঝাঁটা, শূৰ্প ধারণ করেন। ঝাঁটা,
শূৰ্প অর্থাৎ কুলো দ্বারা আমরা ময়লা ঝাড়ি। মা রোগ তাড়ান তাই তিনি প্রতীক রূপ
ঝাঁটা শূৰ্প ধারণ করেন। মায়ের হাতে অমৃত কুম্ভ থাকে, সেই শান্তি বারিদিয়ে সর্বত্র
শান্ত করেন। মা শীতলার হাতে পাখা থাকে। পাখার দ্বারা তিনি শীতল করেন, তাই তিনি
মা শীতলা । মা শীতলার বাহন গর্দভ। গর্দভ কে আমরা বোকা বললেও আসলে সে চুপচাপ
ভাবে কাজ করে মালকিরে। গর্দভ আমাদের নস্কাম কর্ম, নঃস্বার্থ ভাব শেখায়। আবার
কবরিরাজী চকিৎসায় গর্দভীর দুধ দিয়ে বসন্ত রোগেরে প্রতিষেধক বানানো হয়। তাই
মায়ের বাহন গর্দভ। মাকে দেখে কোনরূপ ভীত হবার কারন নেই। মায়ের নাম শীতলা।
মায়ের নাম স্মরণ করলে রোগ নাশ হয়। আজ শীতলা অষ্টমী। মায়ের কাছে আমরা আয়ু,
আরোগ্য, বল, যশ প্রার্থনা করবো ।